DAWAT-E-ISLAMI

রিসালা নং- ১৩১

ব্যাঙ আরোহী বিচ্ছু

(মুসীবতের ফযীলত ও ৩২টি রূহানী চিকিৎসা সম্বলিত)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	২	উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার জন্য ৩টি আমল	২৩
আল্লাহ্ তাআলার প্রতিটি কাজে হিকমত রয়েছে!	৪	তুষারপাত বন্ধের জন্য	২৩
আল্লাহ্ তাআলা যা করেন ভাল করেন	৪	শত্রু থেকে সুরক্ষিত থাকার ৪টি ওযীফা	২৪
যদি ডাকাত চলে আসতো তাহলে	৫	নৌকা (এবং প্রত্যেক প্রকারে বাহন) এর হিফাযতের ২টি ওযীফা	২৪
হৃদপিণ্ড পরিবর্তন করা (ঘটনা)	৬		
পরীক্ষার (মুসীবতের) বৃষ্টি	৭	সফরে সহজতা ও সফলতার ২টি আমল	২৫
আমি অন্ধ থাকাটা পছন্দ করি	৮	বিবাহের প্রতিবন্ধকতার ৩টি রূহানী চিকিৎসা	২৫
দুঃখীরা সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাবে!	৯	দূর্ঘটনা থেকে রক্ষাকারী আমল	২৬
ঈমানের পোশাক (ঘটনা)	১০	মামলায় বিজয়ের জন্য ২টি আমল	২৬
কারবালা ওয়ালাদের থেকে অধিক বিপদগ্রস্থ কে?	১১	নির্জনে ইবাদতকালে ভয়-ভীতির সম্মুখীন হলে তখন	২৭
আলোকিত কবর সমূহ	১১		
হায়! আমাদের শরীর যদি কাঁচি দ্বারা কাটা হতো!	১২	জেল থেকে মুক্তির ২টি আমল	২৭
হিংস্র জন্তু পেট ছিড়ে ফেলেছিলো (ঘটনা)	১৩	কূপ অথবা নদীর পানি ঘাটতির রূহানী চিকিৎসা	২৮
কাদায় জড়ানো শিশু (ঘটনা)	১৩	দোকান, ঘর, পরিবার ও আসবাবপত্র সুরক্ষিত রাখার ৫টি আমল	২৮
কোন কল্যাণ নেই!	১৫		
দুঃখ এবং সুখ সম্পর্কে রহস্যপূর্ণ বর্ণনা	১৫	মাথা ব্যথা থেকে মিনিটের মধ্যেই মুক্তি	২৯
আরাম আয়েশের উপর খুশি হইওনা!	১৬	প্রস্রাব জনিত রোগের চিকিৎসা, মূলা ও লেবু দ্বারা	২৯
বিপদের আশ্চর্যজনক হিকমত (ঘটনা)	১৬	সুগার, কোলেস্ট্রোল এবং হাই ব্লাড প্রেসারের সহজ চিকিৎসা	২৯
তৎক্ষণাৎ শাস্তি	১৭		
আখিরাতের মুসীবত থেকে দুনিয়ার মুসীবত সহজ	১৮	বিভিন্ন রোগ-ব্যাধী এবং পেরেশানী সমূহের রূহানী চিকিৎসা	৩০
আমাদের জন্য কী উত্তম? তা আমাদের জানা নেই	১৯		
বিপদ গোপন করার ফযীলত	২০	তথ্যসূত্র	৩১
চোয়ালের ব্যথার কারণে আমি ঘুমাতে পারিনি (ঘটনা)	২১		
৩২টি রূহানী চিকিৎসা	২২		
হারানো ব্যক্তি ও বস্তু পাওয়ার ৩টি আমল	২২		
হারানো মানুষ, গাড়ী এবং সম্পদ ফিরে পেতে (اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ)	২২		

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ব্যাঙ আরোহী বিচ্ছু

শয়তান লাখো অলসতা দিবে তবুও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করার মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা পুলসিলাতের উপর নূর হবে। যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর আশিবার (৮০) দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার আশি (৮০) বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(আল-ফিরদৌস বিমাছুরিল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮১৪)**

হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ বিন হাসান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন; একবার আমি হযরত সায়্যিদুনা যুন্‌নূন মিস্‌রী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সাথে কোন একটি পুকুরের পাড়ে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ আমাদের দৃষ্টি একটা বড় আকারের বিচ্ছুর উপর পড়লো। এমন সময় একটা বড় আকারের ব্যাঙ পুকুর থেকে বের হলো, বিচ্ছুটি সে ব্যাঙটির উপর আরোহন করলো। এখন ব্যাঙটি সাঁতরাতে সাঁতরাতে পুকুরের অপর প্রান্তে অগ্রসর হতে লাগলো, এই দৃশ্য দেখে আমরা দ্রুতগতিতে পুকুরটির অপর প্রান্তে গেলাম।

www.dawateislami.net

অপর পাড়ে পৌঁছে ব্যাঙটি বিচ্ছুটিকে নামিয়ে দিলো, বিচ্ছুটি দ্রুতগতিতে একদিকে চলতে লাগলো, আমরাও সেটার পিছু নিলাম। কিছু দূর গিয়ে আমরা একটা হৃদয় কাঁপানো দৃশ্য দেখলাম! এক যুবক মাতাল অবস্থায় বেহুশ হয়ে পড়ে ছিলো। হঠাৎ একটি ভয়ানক সাপ কোত্থেকে এসে যুবকটির বুকের উপর এসে বসলো। সাপটি যখনই তাকে দংশন করতে চাইলো, তখনই বিচ্ছুটি সাপটিকে আক্রমন করলো। এমন বিষাক্ত ছোবল মারলো, ভয়ানক সাপটি বিষের প্রভাবে অস্থির হয়ে যুবকটির শরীর থেকে দূরে সরে গেলো এবং ছটফট করতে করতে মারা গেলো। বিচ্ছুটি পুকুরের পাড়ে এসে ঐ ব্যাঙটির উপর আরোহণ করে অপর প্রান্তে চলে গেলো। যুবকটি তখনও মাতাল অবস্থায় বেহুশ হয়ে পড়ে ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা যুননূন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে নাড়া দিলেন, তখন সে চোখ খুললো। তিনি বললেন: হে যুবক! দেখো! পরম করুণাময় **আল্লাহ্ তাআলা** কিভাবে তোমার প্রাণ রক্ষা করেছেন! আর ব্যাঙ আরোহী বিচ্ছু ও ভয়ানক সাপের অভিনব কাহিনী শুনালেন এবং মৃত সাপটিও দেখালেন।

যুবকটি উদাসিনতার নিদ্রা হতে জাগ্রত হলো, তাওবা করলো এবং আপন প্রিয় প্রতিপালক **আল্লাহ্ তাআলা**র মহান দরবারে আবেদন করলো: হে দয়ালু **আল্লাহ্**! যখন তোমার নাফরমান বান্দাদের সাথে তোমার দয়া ও অনুগ্রহের এমন আচরণ হয়ে থাকে, তাহলে তোমার অনুগত বান্দাদের উপর কেমন দয়া হয়ে থাকবে? বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর সে যুবক একদিকে চলে যাচ্ছিলো, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: তোমার কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা? সে বলতে লাগলো: اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এখন আমি (দুনিয়ার রং তামাশা থেকে দূরে থেকে) জঙ্গলে গিয়ে আপন দয়ালু প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাকবো। **(উয়ূনুল হিকায়াত, ১০২ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

আল্লাহ্ তাআলার প্রতিটি কাজে হিকমত রয়েছে!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ব্যাঙ আরোহী বিচ্ছুটি কীভাবে নেশাগ্রস্থ যুবকটিকে **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ায় ভয়ানক সাপের বিপদ থেকে রক্ষা করলো! নিঃসন্দেহে আমরা **আল্লাহ্ তাআলা**র হিকমত বুঝতে অক্ষম, তার প্রতিটি কাজে হিকমত রয়েছে। কাউকে বিপদে ফেলাতে হিকমত রয়েছে এবং কাউকে না চাওয়া সত্ত্বেও বিপদ থেকে রক্ষা করা একটা হিকমত। অনেক সময় বান্দা বিপদে ফেঁসে যায়, তখন সে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে ঝুকে পড়ে এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদতের দিকে মনোনিবেশ করে থাকে। আবার কখনো এমনও হয়ে থাকে যে, বান্দার মাথার উপর আসা বিপদ থেকে যখন **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে দয়া করে রক্ষা করেন, তখন নাফরমান বান্দাও অনুগত বান্দায় পরিণত হয়। যেমন উল্লেখিত ঘটনা "ব্যাঙ আরোহী বিচ্ছু" দ্বারা বুঝা গেলো।

গুনাহোঁ কা হে সুদূর আহ্! হারঘড়ী ইয়া রব!
কর আফ্উ হায়! আযল ছর পে হে কড়ী ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ তাআলা যা করেন ভাল করেন

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "উয়ূনুল হিকায়াত" ১ম খন্ডের ১৮৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: **আল্লাহ্ তাআলা**র এক নেক বান্দা কোন এক জঙ্গলের বস্তিতে থাকতেন। তাঁর কাছে একটি মোরগ, একটি গাধা ও একটি কুকুর ছিলো।

www.dawateislami.net

মোরগটি ফযরের নামাযের জন্য তাঁকে জাগাতো, গাধার উপর পানি ও অন্যান্য বস্তু বহন করে নিয়ে আসতো এবং কুকুরটি তাঁর বাড়ী ও আসবাবপত্রের পাহারা দিতো। একদা মোরগটিকে শিয়াল খেয়ে ফেললো। ঘরের সদস্যগণ এরকম ক্ষতিতে খুব চিন্তিত হলো। কিন্তু ঐ নেক বান্দা ধৈর্যধারণ করলেন এবং বললেন: **আল্লাহ্ তাআলা** যা করেন ভাল করেন। এর কিছুদিন পর গাধাটিকে নেকড়ে খেয়ে ফেললো, পরিবারের সদস্যরা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে যায়। এরপরও সে নেক বান্দা এটাই বললেন: **আল্লাহ্ তাআলা** যা করেন ভালই করেন। এর কিছুদিন পর কুকুরটি অসুস্থ হয়ে মারা গেলো, কিন্তু ঐ নেক বান্দা এটাই বললেন: **আল্লাহ্ তাআলা** যা করেন ভালই করেন। কিছুদিন পর হঠাৎ করে রাতের বেলায় জঙ্গলের সে বস্তিতে শত্রুরা আক্রমন করলো এবং গৃহপালিত পশুদের আওয়াজ শুনে বাড়ীগুলোর সন্ধান পেলো এবং মাল-পত্র সহ বাড়ীর সব লোকজনকে বন্দি করে নিয়ে গেলো। কিন্তু ঐ নেক বান্দার বাড়ীতে আওয়াজ দেয়ার মতো কোন গৃহপালিত পশু ছিলো না, তাই শত্রুরা অন্ধকারের মধ্যে তাঁর বাড়ীর সন্ধানও পায়নি। আর এভাবে তিনি আকস্মিক বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন এবং এমনি ভাবে ধৈর্যের সাথে সাথে তাঁর এ বিশ্বাস আরো সুদৃঢ় হলো যে: "**আল্লাহ্ তাআলা** যা করেন ভালই করেন।" (উয়ূনুল হিকায়াত, ১২১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

যদি ডাকাত চলে আসতো তাহলে.....

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পেলাম যে, "যখনই কোন রোগ, পেরেশানী, বেকারত্ব ইত্যাদি পরীক্ষার সম্মুখীন হই,

www.dawateislami.net

তখনই আমাদের এটা মনে করা ও বলা উচিৎ যে; **আল্লাহ্ তাআলা** যা করেন ভালই করেন।" কেননা, প্রত্যেক বিপদ থেকেও বড় বিপদ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- বাড়ীতে চুরি হলো, যদিও আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, তবুও এটা বলা উচিৎ যে; "**আল্লাহ্ তাআলা** যা করেন ভালই করেন।" কেননা, যদি ডাকাত আক্রমন করতো, তবে হয়তো সম্পদের ক্ষতির সাথে সাথে প্রাণের ক্ষতিও হতো! এটাও স্বরণ রাখা উচিৎ যে, অনেক সময় দুনিয়াতে অর্জিত নেয়ামত অনেক বড় বিপদের কারণও হয়ে যায়। যেমন- কেউ পাঁচ কোটি টাকার পুরস্কার পেলো, বাহ্যিক ভাবে সেটা খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার, কিন্তু সে কী আদৌ জানে, তার হকের মধ্যে এটা নেয়ামত না কী মুসীবত? এ টাকা দ্বারা সে কি মসজিদ নির্মানের সৌভাগ্য লাভ করবে নাকি এ টাকার কারণে ডাকাতের দ্বারা তার প্রাণও চলে যাবে! কে জানে, এ কোটি টাকা তার জীবনের আরাম আয়েশের জন্য এসেছে? নাকি পুরস্কৃত ব্যক্তির জন্য? নাকি ঘরের কোন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের রোগের চিকিৎসার জন্য এসেছে? জ্বি, হ্যাঁ! এরকম হওয়া সম্ভব। অতএব এ ব্যাপারে একটি বাস্তব ঘটনা শুনুন:

হৃদপিণ্ড পরিবর্তন করা (ঘটনা)

দা'ওয়াতে ইসলামীর এক মুবাল্লিগের বর্ণনা কিছুটা এরকম যে; আমার এক বন্ধু যে সারা জীবন কষ্ট ও পরিশ্রম করে যথেষ্ট দুনিয়াবী সম্পদ জমা করলো। আর এখন সে একটি কারখানার মালিক। তাকে ডাক্তাররা চিকিৎসার জন্য হৃদপিণ্ড পরিবর্তন করার পরামর্শ দেয়। যেটাতে প্রায় ৭৫ লাখ টাকা খরচ হতে পারে। এর জন্য সে বেচারা অনেক বছরের পরিশ্রম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কারখানাটি বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই শিক্ষণীয় ঘটনার প্রতি গভীর চিন্তা করুন! যখন সে কাজের সূচনা করেছিলো এবং কাজকর্মের উন্নতির সিড়ি অতিক্রম করছিলো। তখন কতইনা খুশি হয়েছিলো, কিন্তু সে কি জানতো যে, এ লক্ষ টাকা তার হৃদপিণ্ড পরিবর্তনের জন্য জমা করছে? শরয়ী বিধান জেনে রাখুন! শরীরের কোন অঙ্গের পরিবর্তন করা জায়েয নেই।

জাহাঁ মে হে ইবরত কি হার সো নমূনে, মাগার তুঝকো আন্ধা কিয়া রঙ্গ ও বূনে।
কভী গওর চে ভী ইয়ে দেখাহে তুনে, জু আবাদথে ওহ মহল আবহে সূনে,
জাগা জী লাগানে কি দুনিয়া নেহী হে, ইয়ে ইবরত কি জা হে তামাশা নেহী হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পরীক্ষার (মুসীবতের) বৃষ্টি

বিপদগ্রস্থরা! সাহস হারাবেন না! বিপদ সমূহ اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উভয় জাহানে আপনার তরী পার করিয়ে দিবে। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন **আল্লাহ্ তাআলা** কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তাঁর উপর পরীক্ষার (মুসীবতের) বৃষ্টি বর্ষন করেন। অতঃপর সে বান্দা যখন আপন প্রতিপালককে আহ্বান করে: **হে আমার প্রতিপালক!** তখন **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: হে আমার বান্দা! তুমি আমার কাছ থেকে যা চাইবে আমি তোমাকে তাই দিবো বা তাড়াতাড়ি তোমাকে দিয়ে দিবো। অথবা সেটা তোমার আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করে দিবো।"

(আল মরযু ওয়াল কাফ্ফারাতু মা'আ মাওসুআ ইবনে আবিদ দুনইয়া, ৪র্থ খন্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২১২)

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮৫৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "জাহান্নাম মে লে জানেওয়ালে আ'মাল" ১ম খন্ডের ৫২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে; হযরত মাদায়েনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি জঙ্গলে এক মহিলাকে দেখে এমন ধারণা করলাম যে, হয়তো তিনি খুব সুখী। কিন্তু তিনি বললেন: তিনি চিন্তা ও পেরেশানীতে নিমজ্জিত। একদা তাঁর স্বামী একটি ছাগল জবেহ করলো, তখন তার সন্তানগণের মধ্য থেকে একজন তার আপন ভাইকে সেভাবে জবেহ করার ইচ্ছা করলো ও তাকে জবেহ করে দিলো, অতঃপর সে ভয়ে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেলো, আর তাকে নেকড়ে খেয়ে ফেললো। ছেলেটির পিতা তার পিছু নিলো এবং পিপাসায় কাতর হয়ে সে মারা গেলো। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার ধৈর্য কিভাবে আসলো? সে উত্তর দিলো: সে কষ্টটা একটি আঘাত ছিলো মাত্র, যা ঠিক হয়ে গেছে।

আমি অন্ধ থাকাটা পছন্দ করি

হযরত সায়্যিদুনা আবু বাসীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ (যিনি অন্ধ ছিলেন) বলেন: আমি একদা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বরকতময় দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমার মুখের উপর হাত বুলিয়ে দেন, তখন আমার চক্ষুদ্বয় আলোকিত হয়ে গেলো। যখন দ্বিতীয়বার হাত বুলালেন, তখন পুনরাই আমি অন্ধ হয়ে গেলাম। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আমাকে বললেন: আপনি এ দু'অবস্থার মধ্যে কোন্ অবস্থাটি গ্রহণ করতে চান? (১) আপনার চক্ষু আলোকিত হোক এবং কিয়ামতের দিন আপনার কাছ থেকে চোখের জ্যোতির মতো নেয়ামত ও অন্যান্য আমলের হিসাব নেওয়া হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

(২) আপনি অন্ধ অবস্থায় থাকেন এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশের মতো সৌভাগ্য নসীব হোক? আমি আরয করলাম: আমি জান্নাতে বিনা হিসাবে প্রবেশ করতে চাই, তাই আমি অন্ধ থাকাটা পছন্দ করি।

(শাওয়াহেদুন নবুওয়াত, ২৪১ পৃষ্ঠা সংকলিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দুঃখীরা সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাবে!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আখিরাতের মুসীবতের সামনে দুনিয়ার আরাম আয়েশ একেবারে মূল্যহীন। জাহান্নামে একবার নিক্ষেপ হওয়া, সারা জীবনের আরাম আয়েশকে ভুলিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে। তেমনি ভাবে আখিরাতের নেয়ামতের সামনে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট একেবারে মূল্যহীন। জান্নাতে শুধুমাত্র একবার প্রদক্ষিণ করা, সারা জীবনের দুঃখ-কষ্টকে একেবারে ভুলিয়ে দিবে এবং দুঃখী বান্দারা নিজের সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে এমন ধারণা করবে যে, আমার নিকট কোন দিন কখনো কোন দুঃখ বলতে কিছুই আসেনি। যেমন- **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন ঐ জাহান্নামীকে উপস্থিত করা হবে, যে দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা বেশি নেয়ামত উপভোগ করেছে এবং তাকে জাহান্নামে একবার নিক্ষেপ করে জিজ্ঞাসা করা হবে: হে মানুষ! তুমি কি কখনো কোন রকমের আরাম-আয়েশ বলতে কিছু দেখেছিলে? তুমি কি কখনো কোন নেয়ামত লাভ করেছিলে? তখন সে বলবে: **আল্লাহ্ তাআলার** শপথ! না। তারপর ঐ জান্নাতীকে উপস্থিত করা হবে, যে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি কষ্টে ছিলো আর তাকে জান্নাতে একবার প্রদক্ষিণ করানো হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" **(কানযুল উম্মাল)**

তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে: হে মানুষ! তুমি কি কখনো কষ্ট দেখেছো? তোমার উপর কি কখনো কোন কঠিন পরিস্থিতি এসেছিলো? তখন সে বলবে: **আল্লাহ্**র শপথ! হে আমার মালিক! কখনো না। আমার কখনো কোন কষ্ট হয়নি। আর আমি কখনো কোন কঠোরতা দেখিনি।"

(মুসলিম শরীফ, ১৫০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৮০৭)

ঈমানের পোশাক (ঘটনা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই কোন বিপদ এসে পড়ে, যদিও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বেকারত্ব বা অসুস্থতা দূরীভূত না হয় বা সমস্যাগুলোর সমাধান না হয়, তবুও সর্বাবস্থায় শুধু ধৈর্য, ধৈর্য আর ধৈর্য দ্বারা কাজ নেওয়া এবং আখিরাতের সাওয়াব অর্জন করা উচিৎ। হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে আরয করলেন: হে আমার মালিক! তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে ব্যক্তি বিপদ সমূহের উপর ধৈর্যধারণ করে, তখন ঐ চিন্তাগ্রস্থ ব্যক্তির পুরস্কার কী রয়েছে? **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: "তার পুরস্কার এটাই যে, আমি তাকে ঈমানের পোশাক পরিধান করাবো এবং সেটা তার কাছ থেকে কখনো খুলবো না।" **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা)** **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ওহ্ ইশ্কে হাকীকী কি লজ্জত নেহী পা সাকতা,
জু রঞ্জ ও মুসীবত ছে দু-চার নেহী হোতা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

কারবালা ওয়ালাদের চেয়েও অধিক বিপদগ্রস্থ কে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিপদগ্রস্থদের উচিৎ, **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং নিজের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে মনে মনে এটাই বলা যে, কারবালার শহীদ ও বন্দীদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উপর যে বিপদ সমূহ এসেছিলো, সেগুলো অবশ্যই তোমার উপর আগত বিপদ সমূহ হতে কোটি গুন বেশি ছিলো। কিন্তু তারা হাসি-খুশিতে সহ্য করেছেন এবং ধৈর্যধারণ করে **আল্লাহ্ তাআলার** নৈকট্যের অধিকারী হন। তাই কখনো যেনো অধৈর্য হয়ে আখিরাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না হয়ে যায়। অবশ্যই, অবশ্যই, অবশ্যই দুনিয়াবী দুশ্চিন্তা, দারিদ্রতা, অসুস্থতা ইত্যাদিতে ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য আখিরাতের অগণিত প্রশান্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

আলোকিত কবর সমূহ

কোন বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা হাসান বিন যাকওয়ান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে তাঁর ইন্তেকালের এক বছর পর স্বপ্নে দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: কোন কবরগুলো বেশি আলোকিত? তিনি বললেন: قُبُوْرُ اَهْلِ الْمَصَائِبِ فِي الدُّنْيَا অর্থাৎ যারা দুনিয়াতে বেশি বিপদগ্রস্থ ছিলো।

(তাম্বীহুল মুগতাররিন, ১৬৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! সে গভীর অন্ধকার কবর, যাকে দুনিয়ার কোন বৈদ্যুতিক বাতি আলোকিত করতে পারে না, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে কবর **আমার প্রিয় আক্বা, মদীনা ওয়ালা মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরের সদকায় দুশ্চিন্তাগ্রস্থদের জন্য আলোই আলোকিত হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

খাব মে ভী এইছা আন্ধেরা কভী দেখা না থা,
জেয়ছা আন্ধেরা হামারী কবর মে ছরকার হে।
ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আ-কর কবর রৌশন কি জিয়ে,
যাত বেশক আপকি তু মাম্বায়ে আনওয়ার হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হায়! আমাদের শরীর যদি কাঁচি দ্বারা কাটা হতো!

যখনই বিপদ আসে, তখন ধৈর্য ধারণ করে প্রতিদানের অধিকারী হোন। **আল্লাহ্ তাআলা** ২৩ পারার সূরা যুমারের ১০নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۱۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে অগণিত ভাবে।

সদরুল আফাযীল, হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলী মুরতাদ্বা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: প্রত্যেক সৎকর্মকারীর নেকী সমূহের ওজন করা হবে, ধৈর্য ধারণকারী ব্যতীত। কেননা, তাঁদেরকে অপরিমিত ও অগণিত দেয়া হবে। আর এ কথাও বর্ণিত আছে যে; বিপদগ্রস্থদেরকে হাযির করা হবে, কিন্তু না তাদের জন্য মীযান প্রতিষ্ঠা করা হবে, না তাদের আমলনামা খোলা হবে। তাদের উপর প্রতিদান ও সাওয়াবের প্রবল বর্ষন হবে। এমনকি দুনিয়ার মধ্যে নিরাপদে জীবন-যাপনকারীগণ তাদেরকে দেখে প্রত্যাশা করবে; হায়! তারাও যদি বিপদগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হতো! তাদের শরীরও যদি কাঁচি দিয়ে কাটা হতো, তবে আজ তারাও ঐ ধৈর্যের প্রতিদান পেতো!

(খাযায়িনুল ইরফান, ৮৫০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

হিংস্র জন্তু পেট ছিড়ে ফেলেছিলো (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام একদিন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার পেট হিংস্র জন্তুরা ছিড়ে মাংস বের করে নিলো। তিনি عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাকে চিনতে পারলেন, তার নিকট দাঁড়িয়ে তার জন্য এ বলে দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ্**! এ বান্দাতো তোমার অনুগত ছিলো, আমি তাকে এ অবস্থায় কেন পেলাম? **আল্লাহ্ তাআলা** ওহী অবতীর্ণ করলেন: হে মুসা! সে আমার নিকট এমন পদ মর্যাদা চাইলো, যেখানে সে নিজের আমল দ্বারা পৌঁছতে সম্ভব হতো না, তাই আমি তাকে সে স্থানে পৌঁছানোর জন্য এই বিপদে পতিত করেছি। **(তামবীহুল মুগতারীন, ১৭৩ পৃষ্ঠা)**

কাদায় জড়ানো শিশু (ঘটনা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারলাম, **আল্লাহ্ তাআলা** নেক বান্দাদেরকে উঁচু মর্যাদার জন্যও পরীক্ষাতে লিপ্ত করেন। নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রত্যেক কাজে হিকমত রয়েছে। অবশ্য এটা জরুরী নয় যে, শুধুমাত্র নেক বান্দাগণের উপর পরীক্ষা আসে, অনেক সময় পাপীদেরকেও বিপদ সমূহে লিপ্ত করে পাপের ময়লা-আবর্জনা থেকে পবিত্র করা হয়। যেমনিভাবে প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর বয়ানের মধ্যে বলেন: হযরত সায়্যিদুনা বায়েজীদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কোন এক জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেখানে তিনি দেখলেন; একটি শিশু কাদার মধ্যে পড়ে গেছে এবং তার শরীর ও কাপড় ময়লাতে জড়িয়ে গেলো, লোকেরা তাকে দেখে চলে যাচ্ছে। কেউ মনযোগও দিচ্ছে না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

দূরে কোত্থেকে তার মা তাকে দেখে দৌঁড়ে আসলো, শিশুটিকে দু'টি থাপ্পড় মারলো, কাপড় খুলে ধূয়ে দিলো, তাকে গোসল করালো। তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেটা দেখে ভাবাবেগ সৃষ্টি হলো এবং বললেন: এমন অবস্থা আমাদের এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়ার মাঝে হয়ে থাকে। আমরা গুনাহের জলাভূমীতে জড়িয়ে যায়, কারো পরওয়া করি না। কিন্তু **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমতের সাগর জোশে আসে, আমাদেরকে মুসীবত সমূহ দ্বারা সংশোধন (ঠিক) করা হয় এবং তাওবা ও ইবাদতের পানি দ্বারা গোসল দিয়ে পবিত্র করা হয়। (মুআল্লিমে তাকরীর, ৩৩ পৃষ্ঠা, সংকলিত) যখন মমতাময়ী মা কিছু শাস্তি দিয়ে সর্তক করতে পারেন, তখন আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক **আল্লাহ্ তাআলা** তার চেয়ে অনেক বেশি দয়ালু, কোন কোন সময় তিনি শাস্তি দিয়ে আমাদেরকে সংশোধন করেন।

আল্লাহ্ তাআলা মু'মিন নর-নারীদেরকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলে তাদের গুনাহ সমূহ মিটিয়ে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তাই যখনই বিপদ আসে তখন ২০ পারায় সূরা আনকাবুতের ২নং আয়াতকে স্মরণ করুন:

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ
يُّتْرَكُوْۤا اَنْ يَّقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا
وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ﴿۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: লোকেরা কি এ অহংকারের মধ্যে রয়েছে যে, এতটুকু কথার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে যে, বলবে: আমরা ঈমান এনেছি, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না।

(পারা- ২০, সূরা- আনকাবুত, আয়াত- ২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

কোন কল্যাণ নেই!

হযরত সায়্যিদুনা দাহ্হাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে প্রতি চল্লিশ রাতের মধ্যে একবারও কোন বিপদ বা চিন্তা ও দূর্দশায় পতিত হয় না, তবে তার জন্য **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট কোন কল্যাণ নেই।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৫ পৃষ্ঠা)

দুঃখ এবং সুখ সম্পর্কে হিকমতপূর্ণ বর্ণনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়াবী দুঃখ-দুর্দশা মুসলমানদের জন্য প্রায় সময় অনেক বড় নেয়ামত হয়ে থাকে। যেমন বর্ণিত আছে; **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: "যখন আমি কোন বান্দার উপর দয়া করতে চাই, তখন তার গুনাহের বিনিময় তাকে দুনিয়াতেই দিয়ে থাকি, কখনো রোগ দ্বারা, কখনো ঘরের সদস্যদের উপর বিপদ দিয়ে, কখনো দারিদ্রতা দ্বারা। তারপরও যদি কিছু থেকে যায়, তবে মৃত্যুর সময় তার উপর মৃত্যু কঠিন করে থাকি, এমনকি সে যখন আমার সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন সে গুনাহ থেকে এমন পবিত্র হয়ে যায়, যেমন সে দিন ছিলো, যে দিন তার মা তাকে প্রসব করেছিলো। আর আমার নিজের সম্মান ও মর্যাদার শপথ! আমি যে বান্দাকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি, তাকে তার প্রতিটি নেকীর বিনিময় দুনিয়াতেই দিয়ে থাকি। কখনো শারীরিক সুস্থতা দ্বারা, কখনো রিযিক প্রশস্থতা দ্বারা, কখনো পরিবার-পরিজনের সুখ দ্বারা। তারপরও যদি কোন পূন্যের বিনিময় (বাকী) থেকে যায়, তবে তার মৃত্যুর সময় সহজতা দান করি, এমনকি সে যখন আমার সাথে মিলিত হয়, তখন তার নিকট কোন পূন্য অবশিষ্ট থাকে না, যা দ্বারা সে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারে।"

(শরহুস্ সূদুর, ২৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" **(আল কওলুল বদী)**

আরাম আয়েশের উপর খুশি হইওনা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনার প্রেক্ষাপটে গাড়ী সমূহ, অট্টালিকা, সম্পদ, সুস্বাস্থ্য এবং নানা রকমের নেয়ামতের নিজের উপর আধিক্য দেখে ভয় করা উচিৎ। কখনো যেন সেগুলো দুনিয়াতে তার নেকীর বদলা না হয়ে যায় এবং দারিদ্রতা, বিপদ, অসুস্থতা এবং নানা রকমের বিপদ সমূহের ধারাবাহিকতা নিজের উপর দেখে ধৈর্য ধারণ করা এবং অন্তরকে বড় রাখা উচিৎ। কেননা, সেটা আখিরাতের প্রশান্তির লাভের মাধ্যম হতে পারে। আমরা **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট উভয় জগতের কল্যাণ কামনা করি।

ডর থা কেহ্ ইছয়া কি সাযা, আব হো গি ইয়া রোযে জাযা,
দি উনকি রহমত নে চদা, ইয়ে ভী নেহি ওয়হ্ ভী নেহি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিপদের আশ্চর্যজনক হিকমত (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: এক নবী عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে আরয করলেন: হে আমার প্রতিপালক! মু'মিন বান্দা তোমার আনুগত্য করে এবং তোমার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে। (কিন্তু) তুমি তাঁর কাছ থেকে দুনিয়াকে গুটিয়ে নাও এবং তাঁকে পরীক্ষায় ফেলো। অথচ কাফির তোমার আনুগত্য করে না বরং তোমার ও তোমার অবাধ্যতায় দুঃসাহস করে, কিন্তু তুমি তার কাছ থেকে বিপদকে দূরে রাখো এবং তার জন্য দুনিয়াকে প্রশস্থ করে দাও?

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

(এতে কী হিকমত রয়েছে?) **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ করলেন: "বান্দাও আমার এবং বিপদও আমার ইচ্ছাধীন রয়েছে, আর সবাই আমার প্রশংসার সাথে তাসবীহ পড়ে। মু'মিনের দায়িত্বে গুনাহ হয়ে থাকে তাই আমি তার কাছ থেকে দুনিয়াকে দূরে রেখে তাকে পরীক্ষাতে ফেলি। তখন এই (পরীক্ষা ও বিপদ) তার গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। এমনকি সে যখন আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন আমি তাকে নেকী সমূহের বদলা দিবো। আর কাফিরদের (দুনিয়াবী হিসেবে) কিছু নেকী থাকে, তখন আমি তার জন্য রিযিক প্রশস্থ করি এবং তার কাছ থেকে বিপদকে দূরে রাখি। আর এভাবে তার নেকীর বদলা দুনিয়াতেই দিয়ে থাকি। এমনকি সে যখন আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন আমি তাকে তার গুনাহের শাস্তি দিবো।" **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা)**

তৎক্ষণাৎ শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার প্রতিটি কাজের মধ্যে হিকমত রয়েছে। কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে সাওয়াব অর্জন করা উচিৎ। কেননা, দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ-আপদ গুনাহের কাফ্ফারা এবং পদমর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে অর্থাৎ বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দূর্দশা গুনাহ মোচন করে এবং মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম হয়ে থাকে। যেমনিভাবে **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুওয়াত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** যখন কোন বান্দার প্রতি মঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তখন তার গুনাহের শাস্তি তৎক্ষণাৎ দুনিয়াতেই তাকে দিয়ে দেন।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৮০৬)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আখিরাতের মুসীবত থেকে দুনিয়ার মুসীবত সহজ

আহ! আমরা তো গুনাহের মধ্যে আপাদমস্তক ডুবে রয়েছি। হায়! যখনই কোন বিপদ সামনে আসে, তখন এই মনমানসিকতা যদি তৈরী হয়ে যায় যে, হয়তো আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়াতেই শাস্তি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে আশা করা যায়, ধৈর্যধারণ করা সহজ হয়ে যাবে। **আল্লাহ্**র শপথ! মৃত্যুর পর প্রাপ্ত শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি একেবারে সহজ। দুনিয়ার মুসীবত মানুষেরা সহ্য করে নিতে পারে, কিন্তু আখিরাতের মুসীবত সহ্য করা অসম্ভব। এমনকি কেউ যদি বলে দেয়: "আমি কবর বা জাহান্নামের শাস্তি সহ্য করে নিবো" তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

আমাদের জন্য কী উত্তম? তা আমাদের জানা নেই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা যাই করেন অবশ্যই সেটা সঠিক করেন। অনেক সময় কিছু ব্যাপার বান্দার বুঝে আসে না, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার জন্য এতে কল্যাণ নিহিত থাকে। যেমনিভাবে ২য় পারা সূরা বাকারার ২১৬ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَیْـٴًـا وَّهُوَ خَیْرٌ لَّكُمْۚ وَعَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَیْـٴًـا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْؕ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۱۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং সম্ভবতঃ তোমাদের নিকট কোন বিষয় অপছন্দ হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর হয় এবং সম্ভবতঃ কোন বিষয় তোমাদের পছন্দনীয় হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকর হয়। আর **আল্লাহ্** জানেন এবং তোমরা জানো না। (পারা- ২, সূরা- বাকারা, আয়াত- ২১৬)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

প্রত্যেককে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিৎ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঈমান সহকারে জীবন অতিবাহিতকারীরাই সফলকাম। বড়ই নাজুক ব্যাপার, শয়তান সর্বদা ঈমান হরণের ধোকায় লিপ্ত থাকে। মুসীবত আসলে, ধৈর্যধারণ করে সর্বদা **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের মালিক ও মুখতার। যাকে চান বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং যাকে চান পরীক্ষায় পতিত করে ধৈর্যের তাওফিক দান করেন, পুরস্কার ও দয়ার বৃষ্টি বর্ষণ করেন। পরিপূর্ণ মু'মিন সেই, যে সদা-সর্বদা **আল্লাহ্ তাআলা**র কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকেন। মুসীবতের কারণে **আল্লাহ্ তাআলা**র উপর অভিযোগ করে নিজেকে সব সময়ের জন্য জাহান্নামে অর্পনকারী ব্যক্তি অনেক বড় হতভাগা। প্রত্যেক মুসলমানকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিৎ। **আল্লাহ্ তাআলা**র ২য় পারা, সূরা বাকারার ২১৪নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا
الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ
الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরাকি এ ধারণায় রয়েছো যে, জান্নাতে চলে যাবে? আর এখনো তোমাদের উপর পূর্ববর্তীদের মতো অবস্থা আসেনি।

(লোহার) চিরুনী দিয়ে (শরীরের) মাংস আঁচড়ে ফেলা হতো

সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খাযায়িনুল ইরফানের ৭১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: আর যেই ধরণের দুঃখ-কষ্ট তাদের

www.dawateislami.net

(অর্থাৎ পূর্ববর্তী মুসলমানদের) উপর অতিবাহিত হয়েছে, তা তোমাদের উপর এখনো আসেনি। এ আয়াত খন্দক যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যেখানে মুসলমানগণ শীত ও ক্ষুধা ইত্যাদির অসহনীয় কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলো, এতে তাঁদেরকে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর বলা হয়েছে: **আল্লাহ্**র রাস্তায় কষ্ট সহ্য করা প্রাচীনকাল থেকেই **আল্লাহ্**র মর্যাদা সম্পন্ন বান্দাদের আমল ছিলো। এখনো তো তোমরা পূর্ববর্তীদের মতো কষ্টের সম্মুখীন হওনি। **(খাযায়িনুল ইরফান, ৭১ পৃষ্ঠা)**

বুখারী শরীফে হযরত সায়্যিদুনা খাব্বাব বিন আরাত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের বন্ধি করে রাখা হতো, মাটিতে গর্ত খনন করে তাতে পূঁতে ফেলা হতো, আর করাত দিয়ে কেটে দ্বিখণ্ডিত করা হতো এবং লোহার চিরুনী দিয়ে তাদের শরীরের মাংস আঁচড়ে ফেলা হতো। আর সেগুলো থেকে কোন কষ্টই তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিরত রাখতে পারতো না।"

(বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৯৪৩ সংকলিত)

বিপদ গোপন করার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অসুস্থতা এবং দূর্দশার উপর অভিযোগ করার পরিবর্তে ধৈর্যধারণের অভ্যাস তৈরী করা উচিৎ। কেননা, অভিযোগ করার দ্বারা বিপদ দূর হয়ে যায় না বরং অধৈর্য হওয়ার ধরুন ধৈর্যের প্রতিদান হাত ছাড়া হয়ে যায়। বিনা প্রয়োজনে রোগ, বিপদের কথা প্রকাশ করাটাও ভাল নয়। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন;

www.dawateislami.net

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার সম্পদ বা প্রাণের উপর বিপদ আসলো, অতঃপর সে এই বিপদকে গোপন রাখলো এবং মানুষের কাছে সেটার অভিযোগ করলো না। তবে **আল্লাহ্ তাআলার** উপর (বদান্যতার) দায়িত্ব হলো, তাকে ক্ষমা করে দেয়া।" **(মু'জাম আউসাত, ১ম খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৩৭)**

চোয়ালের ব্যথার কারণে আমি ঘুমাতে পারিনি (ঘটনা)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; হযরত সায়্যিদুনা আহনাফ বিন কাইস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একদা আমার চোয়ালে খুব ব্যথা হলো, যার কারনে আমি সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। আমি পরের দিন আমার চাচা জান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর খিদমতে অভিযোগ করলাম: "আমি চোয়ালের ব্যথার কারণে সারা রাত ঘুমাতে পারিনি।" সে কথাটা আমি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলাম। এতে তিনি বললেন: তুমি মাত্র একটি রাতের পাওয়া ব্যথার এত বেশি অভিযোগ করলে? অথচ আমার চোখ নষ্ট হয়েছে, ত্রিশ (৩০) বছর হয়ে গেছে। (যদিও প্রত্যক্ষদর্শিরা জানে, কিন্তু আমি নিজের মুখে কখনো কারো নিকট এটির ব্যাপারে অভিযোগ করিনি!) **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪র্থ খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ্ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

যবাঁ পর শিকওয়ায়ে রঞ্জ ও আলম লায়া নেহি করতে,
নবী কে নাম লেওয়া গম ছে ঘাবরায়া নেহি করতে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

৩২টি রূহানী চিকিৎসা

হারানো ব্যক্তি ও বস্তু ফিরে পাওয়ার ৩টি আমল

﴾১﴿ একটি বড় কাগজের চার কোণায় يَا حَقُّ লিখে মাঝ রাতে অথবা যে কোন সময় কাগজটা উভয় হাতে রেখে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে দোয়া করবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ হয়তো হারানো ব্যক্তি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে, নতুবা তার সংবাদ পাওয়া যাবে। (সময় সীমা: উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত)

﴾২﴿ ৪০ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ১১৯বার পাঠ করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পলাতক ব্যক্তি ফিরে আসবে।

﴾৩﴿ যদি কোন বস্তু হারিয়ে যায় বা কোন ব্যক্তি অদৃশ্য হয়ে যায়, তবে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ১০০৮বার পাঠ করবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ হারানো বস্তু বা ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে। (সময় সীমা: উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত)

হারানো মানুষ, গাড়ী এবং সম্পদ ফিরে পেতে (اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ)

﴾৪﴿ **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ার উপর দৃঢ় ভরসা রেখে চলতে ফিরতে, অযু সহকারে অথবা অযু বিহীন অধিক সংখ্যক-

يَا رَبِّ مُوْسٰى يَا رَبِّ كَلِيْم ـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط পাঠ করতে থাকুন। সে সময় কয়েকবার দরূদ শরীফও পাঠ করে নিন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

হারানো লোক, স্বর্ণ, সম্পদ, গাড়ী ইত্যাদি اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পাওয়া যাবে। বরং অন্যান্য উদ্দেশ্যের জন্যও উক্ত আমল উপকার হবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার জন্য ৩টি আমল

﴿৫﴾ يَا اَللّٰهُ ৩৯বার লিখে বাহুতে বেঁধে অথবা গলায় পরিধান করে কোন হাকিম অথবা অফিসারের নিকট যে কোন বৈধ কাজের জন্য গেলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করবে।

﴿৬﴾ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام ৩২১বার পাঠ করে সামর্থ্যানুযায়ী কোন মিষ্টি জাতীয় বস্তু শিশুদের মাঝে বন্টন করে দিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

﴿৭﴾ قَلَّتْ حِيْلَتِيْ اَنْتَ وَسِيْلَتِيْ اَدْرِكْنِيْ يَا رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم[১] উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, অযুসহকারে অথবা অযু বিহীন পাঠ করতে থাকবেন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

তুষারপাত বন্ধের জন্য

﴿৮﴾ يَا حَافِظُ ـ يَا خَافِضُ লোহার তাবার বিপরীত দিকে **আল্লাহ্ তাআলার** এই দু'টি নাম মোবারক আঙ্গুল দ্বারা লিখে আকাশের নিচে রেখে দিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তুষারপাত বন্ধ হয়ে যাবে।

---

[১] **অনুবাদ: ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার তদবীর শেষ হয়ে গেছে, আপনিই আমার ওসীলা, আমাকে সাহায্য করুন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

শত্রু থেকে সুরক্ষিত থাকার ৪টি ওযীফা

﴾৯﴿ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে বেশি পরিমাণে পাঠ করার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শত্রুর অনিষ্টতা থেকে সুরক্ষিত থাকবেন এবং **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় শত্রু ও প্রতারকের সমস্ত শত্রুতা বিফলে যাবে।

﴾১০﴿ يَا قَابِضُ۔يَا بَاسِطُ ৩০বার প্রত্যেক দিন পাঠ করবেন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শত্রুর উপর বিজয়ী হবেন।

﴾১১﴿ يَا حَافِظُ ۔ يَا خَافِضُ ৫০০বার পাঠ করবেন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শত্রুর ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবেন।

﴾১২﴿ যদি শক্তিশালী শত্রু দ্বারা প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতির আশংকা হয়, তবে প্রত্যেক নামাযের পর يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام ৪২১বার (শুরু ও শেষে ১বার করে দরূদ শরীফ) পাঠ করবেন। অতঃপর হিফাযতের জন্য বিনীতভাবে দোয়া করবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শত্রুর ক্ষতি ও অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকবেন।

নৌকা (এবং প্রত্যেক প্রকারের বাহন) এর হিফাযতের ২টি ওযীফা

﴾১৩﴿ নৌকাতে আরোহনের পূর্বে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ২১বার পাঠকারীর সম্পূর্ণ সফর اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আরাম এবং শান্তির সাথে অতিবাহিত হবে এবং সে নৌকা ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

www.dawateislami.net

﴾১৪﴿ নৌকা বা যে কোন বাহনে আরোহন করার সময় يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ১৩২বার পাঠ করে নিলে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রাস্তার বিপদ সমূহ থেকে নিরাপদ থাকবে। এমনকি শক্তিশালী তুফানেও নৌকা ডুবে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।

সফরে সহজতা ও সফলতার ২টি আমল

﴾১৫﴿ সফর শুরু করার পূর্বে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ১১বার পাঠ করে নিন, اِنْ شَآءَالله عَزَّوَجَلَّ সফরে সহজতা লাভ করবেন।

﴾১৬﴿ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ৪৯বার লিখে সফরে সাথে রাখার দ্বারা ঘরে আসা পর্যন্ত জমিন সংক্রান্ত এবং সমূদ্রের সকল প্রকার বিপদ থেকে সুরক্ষিত থাকবে এবং যে উদ্দেশ্যে সফর করা হলো, তাতে সফলতা লাভ হবে اِنْ شَآءَالله عَزَّوَجَلَّ।

বিবাহের প্রতিবন্ধকতার ৩টি রূহানী চিকিৎসা

﴾১৭﴿ যে সকল মহিলার বিয়ে হচ্ছে না অথবা বিয়ের কথা হয়ে ভেঙ্গে যায়, সে ফযরের নামাযের পর يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام ৩১২বার পাঠ করে নিজের জন্য ভালো সম্বন্ধ পাওয়ার জন্য দোয়া করবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তাড়াতাড়ি বিয়ে হবে এবং নেককার স্বামীও পাবে।

﴾১৮﴿ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ১৪৩বার লিখে তাবীজ বানিয়ে কুমারী নিজের বাহুতে বাঁধবে অথবা গলায় পরিধান করবেন, اِنْ شَآءَالله عَزَّوَجَلَّ তার তাড়াতাড়ি বিয়ে হবে এবং ঘরও ভালভাবে চলবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

﴾১৯﴿ ছেলে বা মেয়ের সম্বন্ধে যদি প্রতিবন্ধকতা হয় অথবা তাতে প্রতিবন্ধকতার আশঙ্কা হয়, তবে প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর অযু সহকারে প্রত্যেকবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط এর সাথে সূরা তীন ৬০বার পাঠ করবেন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ৪০ দিনের মধ্যেই কাজ হয়ে যাবে।

দূর্ঘটনা থেকে রক্ষাকারী আমল

﴾২০﴿ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۔[১] **(আবু দাউদ শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০৯৫)** এক বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন: ঘর থেকে বের হওয়ার (উল্লেখিত) দোয়াটি যখন পাঠ করা শুরু করলাম اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ অনেকবার দূর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছি এবং জানি না কতবার আমার গাড়ির আয়না অন্য গাড়ির সাথে সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় কোন ধরণের দূর্ঘটনা বা ক্ষতি হয়নি।

মামলায় বিজয়ের জন্য ২টি আমল

﴾২১﴿ যে অবৈধ মামলায় ফেঁসে গেছে, মামলার তারিখের দিন يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام ৬৫৪বার পাঠ করে কোর্টে (আদালতে) যাবে, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ রায় তাঁর পক্ষেই আসবে।

---

[১] **অনুবাদ: আল্লাহ্ তাআলার** নামে আরম্ভ, আমি **আল্লাহ্ তাআলার** উপর ভরসা করলাম, মন্দ থেকে রক্ষা পাওয়া এবং নেকী করার শক্তি একমাত্র **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

﴿২২﴾ وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿۸۱﴾ (পারা- ১৫, সূরা- বনী ইসরাঈল, আয়াত- ৮১) মামলায় বিজয়ী হওয়ার জন্য প্রতিদিন যে কোন এক ওয়াক্ত নামাযের পর ১৩৩বার পাঠ করুন। যদি সত্যের উপর থাকেন, তবে পড়বেন। কেননা, যে সত্যের উপর নেই সে যদি পাঠ করে, তবে সে নিজেই বিপদ ডেকে আনতে পারে।

নির্জনে ইবাদতকালে ভয়-ভীতির সম্মুখীন হলে তখন....

﴿২৩﴾ يَا وَاحِدُ ৩০০০বার ১১দিন পর্যন্ত প্রতিদিন পাঠ করুন, (শুরু ও শেষে ১১বার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন) اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অন্তর প্রশান্ত হয়ে যাবে।

জেল থেকে মুক্তির ২টি আমল

﴿২৪﴾ কোন ব্যক্তি যদি অন্যায় ভাবে বন্দী হয়ে যায়, তাহলে চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ অধিক হারে পাঠ করে এবং يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ কাগজে লিখে তাবীজ বানিয়ে পরিধান করে নেয় اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে।

﴿২৫﴾ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ অধিক হারে পাঠ করলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জেল থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" **(কানযুল উম্মাল)**

কূপ অথবা নদীর পানি ঘাটতির রূহানী চিকিৎসা

﴾২৬﴿ যদি কোন কূপ অথবা নদীর পানি কমে যায়, তাহলে অকেজো পাত্রের ভাঙ্গা টুকরার উপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط লিখে উক্ত কূপ বা নদীতে ঢেলে দিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পানিতে বরকত হয়ে যাবে (বৃদ্ধি পাবে)।

দোকান, ঘর, পরিবার ও আসবাবপত্র সুরক্ষিত রাখার ৫টি আমল

﴾২৭﴿ দোকান, ঘর অথবা আসবাবপত্রের উপর প্রত্যেক দিন يَا اَللّٰهُ ৪৯বার পাঠ করে ফুঁক দিলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বিভিন্ন ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে।

﴾২৮﴿ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ৬৯বার কাগজে লিখে (বা লিখিয়ে) ফ্রেম বানিয়ে ঘর অথবা দোকান ইত্যাদিতে ঝুলিয়ে দিবেন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সেখানে দুষ্ট জ্বীন আসবে না, আর যদি আগে থেকেই থাকে, তবে পালিয়ে যাবে।

﴾২৯﴿ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পাঠ করে যদি ব্যবহারের বস্তুতে ফুঁক দেওয়া হয়, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সেটা সুরক্ষিত থাকবে এবং বরকতও হবে।

﴾৩০﴿ টাকা এবং প্রত্যেক প্রকার বস্তুর লেন-দেনের শুরুতে يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام ২১বার পাঠ করায় যে অভ্যস্ত হবে, সে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ লেন-দেনের ক্ষতি সমূহ থেকে রক্ষা পাবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

﴾৩১﴿ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ৬৫বার লিখে নিজের কাছে সংরক্ষণকারী অত্যাচারীর অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকবে।

মাথা ব্যথা থেকে মিনিটের মধ্যেই মুক্তি

(বর্ণনা কৃত ডাক্তারী এবং দেশীয় চিকিৎসা নিজ ডাক্তারের পরামর্শে করবেন)

এক চামচ চিনি এবং দু'টি বড় আকারের এলাচির দানা বের করে মুখে রাখবেন এবং সেগুলোকে চুইঙ্গামের মতো চিবিয়ে ও চুষে চুষে রস পান করতে থাকুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে কঠিন মাথা ব্যথা থেকে মুক্তি পাবেন। কিছুদিন ব্যবহারের দ্বারা اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাথা ব্যথার রোগ চলে যাবে। ডায়বেটিক রোগীরা চিনির পরিবর্তে ১২টি কাঁচা পুদিনার পাতা এলাচির সাথে ব্যবহার করবেন।

প্রস্রাব জনিত রোগের চিকিৎসা, মূলা ও লেবু দ্বারা

একটা মধ্যম আকারের মূলাকে টুকরা করে তার উপর একটা লেবুর রস ছিটে অন্যান্য লবণ মসলা মেখে সকালে খালি পেটে খাবেন এক ঘন্টা পর্যন্ত অন্য কোন জিনিস খাবেন না, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ প্রস্রাব জনিত রোগ স্বাভাবিক হয়ে যাবে। (এ আমলটি ৭দিন পর্যন্ত করবেন)

সুগার, কোলেষ্ট্রোল এবং হাই ব্লাড প্রেসারের সহজ চিকিৎসা

করলার খোসা ছাড়িয়ে শুকিয়ে নিবেন, তার পর বীজ সহ পিষে পাউডার বনিয়ে নিবেন। সকাল-সন্ধ্যা আধা চামচ করে খেলে সুগার, হাই ব্লাড প্রেসার এবং কোলেষ্ট্রোল রোগে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

বিভিন্ন রোগ-ব্যাধী এবং পেরেশানী সমূহের রূহানী চিকিৎসা

শারীরিক, মানসিক, বিভিন্ন রোগ, দুশ্চিন্তা, হতাশা, প্রভাব, যাদু, বদ নজর এবং ষড়যন্ত্র ইত্যাদির জন্য একটা পরীক্ষিত আমল হলো; ঘরের সকল সদস্য যদি এই আমলটা করতে থাকে, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ঘরের অশান্তি এবং পেরেশানী থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, ঘর নিরাপত্তার বেষ্টনীতে পরিণত হবে। ফযরের দু'রাকাত সুন্নাত এবং যোহর, মাগরিব ও ইশার ফরযগুলোর পরের সুন্নাত সমূহে সূরা ফাতিহার পর কুরআনুল করীমের শেষের ছয়টি সূরা এভাবে পাঠ করবেনঃ ১ম রাকাতে সূরা কাফিরুন, সূরা নাসর এবং সূরা লাহাব আর ২য় রাকাতে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস। প্রত্যেক সূরার শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط পাঠ করবেন। (চিকিৎসার সময় সীমাঃ আরোগ্য লাভ হওয়া পর্যন্ত) কোন কোন সময় উক্ত সূরাগুলো বাদ দিয়ে অন্য সূরা পড়বেন। মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ডের, ৫৪৮ পৃষ্ঠায় ৩০নং মাসয়ালায় উল্লেখ রয়েছেঃ সূরাগুলো নির্দিষ্ট করা ও সেই নামাযগুলোতে সব সময় উক্ত সূরা সমূহ পড়াটা মাকরূহ (তান্‌জীহি)। কিন্তু যে সকল সূরা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে সেগুলোকে কোন কোন সময় পড়ে নেওয়া মুস্তাহাব কিন্তু সব সময় পাঠ করবে না, যাতে কেউ ওয়াজীব মনে না করে।

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী,
ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর
প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

২৩ সফরুল মুযাফ্ফর, ১৪৩৭হিঃ
০৬-১২-২০১৫ইং

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন মাজীদ		তাম্বীহুল মুগতাররীন	দারুল মারেফা বৈরুত
খাযায়িনুল ইরফান	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী	ইহ্ইয়াউল উলুম	দারু সাদের, বৈরুত
বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	মুকাশিফাতুল কুলুব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
মুসলিম	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	উয়ুনুল হিকায়াত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
আবু দাউদ	দারু ইহ্ইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	শরহুস্ সূদুর	মারকাযে আহলে সুন্নাত বরকাতে রযা আল-হিন্দ
মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	শাওয়াহিদুন নুবুওয়াহ	মাকতাবাতুল হাকীকাহ, ইস্তাম্বুল
মুজাম আওসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী
আল ফিরদৌস বিমাচুরিল খাত্তাব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	মুয়াল্লিমে তাক্বরীর	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী
আল-মারাজু ওয়াল কাফ্ফারাতু	আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত		

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,
bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

৪০ বছরের আমল সমূহ ...

❋ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: যে (ব্যক্তি) মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলে, আল্লাহ্ তাআলা তার চল্লিশ বছরের নেক আমল সমূহ ধ্বংস করে দেন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা। গাময়ুল উয়ূন, ৩য় খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা) ❋ যে (ব্যক্তি) ইচ্ছাকৃত ভাবে (জেনে বুঝে) এক ওয়াক্ত (নামায) ছেড়ে দেয়/ ত্যাগ করে, (সে) হাজার বছর জাহান্নামে থাকার হকদার সাব্যস্ত হলো। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা) ❋ হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ প্রাণনাশক আক্রমণে মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও নামায আদায় করেন। (আল কাবায়ির, ২২ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
জামেয়াতুল মদীনা (মহিলা শাখা) তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৪২৯৫৩৮৩৬
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

মাকতাবাতুল মদীনা
Maktaba Tul Madina

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন